গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়

“স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা /২০২১”
(হালনাগাদকৃত)

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট ,ঢাকা-১২১৫

মুখবন্ধ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ নং অনুচ্ছেদে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকদের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত এবং এ অধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অবাধ ও সঠিক তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা আবশ্যক। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয় জনগণের সহজ উপায়ে তথ্য উপাত্ত প্রাপ্তি ও তথ্য জানার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে ।

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। ইনস্টিটিউটের মূল উদ্দেশ্য হলো দেশের ক্রমহ্রাসমান ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের যৌক্তিক ,লাভজনক, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সহায়তা করা । এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি কৃষক ও কৃষির উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ভূমি ও মাটির গুণাগুণ, বৈশিষ্ট, সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিত করে মাটির শ্রেণীবিন্যাস এবং এ সমস্ত উপাত্ত সম্বলিত মানচিত্র প্রণয়ন ও সরবরাহ মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর প্রধান কাজ। গবেষণা ও সম্প্রসারণধর্মী এ প্রতিষ্ঠানটি ভূমি, মৃত্তিকা, সারের সুষ্ঠু ব্যবহার বিষয়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তি হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর মাঠ কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এ ছাড়াও প্রতিষ্ঠানটি মাটির ক্রমবর্ধমান অবক্ষয়, সেচের পানির দূষণ, ভূমির অপব্যবহার, মাটিতে ফসলের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি, ভূমির নিষ্কাশন জটিলতা বিষয়ে নিয়মিত পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও সমস্যা সমাধানকল্পে গবেষণামূলক কাজ করে থাকে।

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম সংক্রান্ত সকল তথ্য জনগণ যাতে সহজে জানতে পারে, সে লক্ষ্যে "স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা/ ২০২১ (হালনাগাদকৃত)" প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশিকার মাধ্যমে জনগণের তথ্য প্রাপ্তি সহজ হবে এবং প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এই নির্দেশিকা বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ ও মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের মধ্যে যোগাযোগের সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করবে বলে আমার বিশ্বাস।

এই লক্ষ্যে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের "স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা/ ২০২১ (হালনাগাদকৃত)" অনুমোদন ও প্রকাশ করা হলো । "স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা/ ২০২১ (হালনাগাদকৃত)" এর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে যেমন জনগণের তথ্য প্রাপ্তির মৌলিক অধিকার নিশ্চিত হবে তেমনি টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সহায়ক হবে।

০৭।১১।২০২১

(বিধান কুমার ভান্ডার)
মহাপরিচালক

সূচীপত্র

১. পটভূমি ও নির্দেশিকার প্রয়োজনীয়তা	
১.১ মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের পটভূমি	১
১.২ স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়নের যৌক্তিকতা	৪
১.৩. নির্দেশিকার শিরোনাম	৪
২. আইনগত ভিত্তি	৪
২.১ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	৪
২.২ অনুমোদনের তারিখ	৪
২.৩.নির্দেশিকা বাস্তবায়নের তারিখ	৪
৩. সংজ্ঞা	৪
৩.১ তথ্য	৪
৩.২ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	৪
৩.৩ তথ্য প্রদানকারী ইউনিট	৪
৩.৪ আপীল কর্তৃপক্ষ	৪
৩.৫ তৃতীয় পক্ষ	৫
৩.৬ তথ্য কমিশন	৫
৩.৭ অন্যান্য	৫
৪. তথ্যের শ্রেনীবিন্যাস এবং তথ্য প্রদান পদ্ধতি	৫
৪.১ স্বপ্রণোদিত তথ্য	৫
৪.২ অনুরোধ বা চাহিদার ভিত্তিতে তথ্য প্রকাশ/প্রদান	৫
৪.৩ কতিপয় তথ্য প্রকাশ যা প্রদান বাধ্যতামূলক নয় এবং এর তালিকা	৫
৫. তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি	৬

৬. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ	৬
৭. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্মপরিধি	৬
৮. তথ্য প্রদানের সাথে সংশ্লিষ্ট সহায়ক/বিকল্প কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্মপরিধি	৬
৯. তথ্য প্রদানের পদ্ধতি	৬
১০ তথ্য প্রদানের সময়সীমা	৭
১১. তথ্যের মূল্য এবং মূল্য পরিশোধের নিয়মাবলী	৭
১২. আপীল কর্তৃপক্ষ এবং আপীল পদ্ধতি	৭
১৩. তথ্য প্রদানে অবহেলার শাস্তি বিধান	৭
১৪. তথ্যাদি পরিদর্শনের সুযোগ	৭
১৫. সংযুক্তি	
পরিশিষ্ট ‘ক’ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের তালিকা	৮
পরিশিষ্ট ‘খ’ তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র (ফরম-ক)	৯
পরিশিষ্ট ‘গ’ তথ্য সরবরাহের অপারগতার নোটিশ	১০
পরিশিষ্ট ‘ঘ’ আপীল আবেদন (ফরম-গ)	১১
পরিশিষ্ট ‘ঙ’ অভিযোগ দায়েরের ফরম(ফরম-ক)	১২
পরিশিষ্ট ‘চ’ তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ ফি	১৩
পরিশিষ্ট ‘ছ’ মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর সেবা মূল্য তালিকা	১৪

১.পটভূমি ও নির্দেশিকার প্রয়োজনীয়তা

১.১ মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের পটভূমি

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট কৃষি মন্ত্রণালয়ের একটি সংযুক্ত দপ্তর। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৬১ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের কৃষি ও পূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনে সয়েল প্রকল্পের ইস্ট উইং ডাইরেক্টরেট হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠালগ্নে এর উদ্দেশ্য ছিল কৃষি উন্নয়নের জন্য সমগ্র দেশের প্রাথমিক মৃত্তিকা জরিপ (Reconnaissance Soil Survey) সম্পন্ন করা। মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর ১৯৭২ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর ইস্ট উইং অফিসটি গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন 'Department of Soil Survey' বা 'মৃত্তিকা জরিপ বিভাগ' রূপে কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৮৩ সালে কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে মৃত্তিকা জরিপ বিভাগটির পুনর্গঠন করে বর্তমান মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট তথা Soil Resource Development Institute (SRDI) প্রতিষ্ঠা করা হয় । বিভিন্ন প্রকল্পের সফল সমাপ্তির মাধ্যমে ১৯৮৬ সাল থেকে এস আর ডি আই এর কার্যক্রম বহুগুনে বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশে উন্নত মৃত্তিকা ও পুষ্টি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভবিষ্যত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে শস্য উৎপাদনে যুগান্তকারী অবদান রাখার জন্য প্রতিষ্ঠানটি এখন প্রস্তুত।

রূপকল্পঃ

দেশের সীমিত ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের যুক্তিযুক্ত ও লাভজনক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং মৃত্তিকা স্বাস্থ্য সুরক্ষা।

অভিলক্ষ্য:

ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের তথ্যভান্ডার সৃজন , উহাদের সক্ষমতাভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাসকরণ,সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য সেবা গ্রহণকারীর উপযোগী নির্দেশিকা, পুস্তিকা এবং সহায়িকা প্রণয়ন,সমস্যাক্লিষ্ট মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা এবং শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য টেকসই পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা ।

কার্যাবলীঃ

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট নিম্নবর্নিত কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে-

- আকাশ চিত্র বিশ্লেষণ, মাঠ জরিপ ও গবেষণাগারে মৃত্তিকা নমুনা বিশ্লেষণের ফলাফলের ভিত্তিতে সমগ্র বাংলাদেশের মৃত্তিকা জরিপ সম্পন্নকরণ।
- বিভিন্ন উপকারভোগী প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন প্রকল্প এলাকা এবং গবেষণা খামার-এর বিস্তারিত/আধা-বিস্তারিত মৃত্তিকা জরিপ সম্পন্নকরণ।
- সেচ সুবিধাযুক্ত এলাকা ও ফসল উৎপাদন ক্ষমতা মূল্যায়নের জন্য মৃত্তিকা জরিপ কাজ করা।
- সমস্যাক্লিষ্ট মৃত্তিকা (যথা- বিষাক্ত, লবণাক্ত, ক্ষারীয় বা পীট মাটি), মৃত্তিকা অবক্ষয় এবং মৃত্তিকা ক্ষয় (পানি বিভাজিকা এলাকা) এলাকা চিহ্নিতকরণ এবং তা দূরীকরণের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পানি বিভাজিকা ব্যবস্থাপনার জন্য মৃত্তিকা জরিপ করা।
- বিভিন্ন জরিপের মাধ্যমে চিহ্নিত মৃত্তিকাসমূহের কোরিলেশন।
- মাঠ পর্যবেক্ষণের ফলাফল যাচাই ও পরিস্কার করার লক্ষ্যে মৃত্তিকা, পানি ও উদ্ভিদ নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করা।
- সারের গুণগতমান নিশ্চিৎকরণ এবং নীতি-নির্ধারকগণের সহায়তার জন্য অজৈব ও জৈব সার বিশ্লেষণ করা।
- দেশের মাটির ভৌত, খণিজ এবং অণুজীব বিশ্লেষণ করা।
- মৃত্তিকা ও ভূমি ব্যবহার জরিপের জন্য আকাশ ছবি, ল্যান্ড স্যাট ইমেজ এবং টপোগ্রাফিক মানচিত্র বিশ্লেষণ করা।
- উপরোক্ত জরিপের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকারের মানচিত্র ও প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং মূদ্রণ।
- স্বল্প ও দীর্ঘ উভয় ধরনের কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন উপকারভোগী প্রতিষ্ঠানকে মৃত্তিকা, ভূমির সক্ষমতা ও ফসল উপযোগিতা বিষয়ক তথ্য সরবরাহমূলক সেবা প্রদান।
- কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং জাতীয় পর্যায়ে উপকারভোগী প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় সাধন।

- উপজেলা পর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণ ও গবেষণা কর্মীকে মৃত্তিকা ও কৃষি উন্নয়ন সম্ভাবনা বিষয়ে সহজবোধ্য ও ব্যবহার বান্ধব নির্দেশিকা প্রণয়ন।
- সেচ, নিষ্কাশন ও পুনরুদ্ধার বিষয়ক প্রকল্প পরিকল্পনার জন্য মৃত্তিকা তথ্য প্রদান।
- নির্ধারিত গবেষণা/উন্নয়ন কাজের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন।
- মৃত্তিকা জরিপ, ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, ফসল উৎপাদন সক্ষমতা ইত্রাদি বিষয়ে নতুনভাবে নিয়োগকৃত কারিগরি কর্মকর্তাগণকে চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ এবং হালনাগাদ তথ্য জ্ঞান বিষয়ে কারিগরি কর্মকর্তাগণকে অবহিত ও পরিচিতকরণের জন্য রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ প্রদান।
- মৃত্তিকা জরিপ তথ্যের সঠিক ব্যবহার বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ ও গবেষণাকর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান। বিভিন্ন কৃষি বিষয়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষর্থীকে মৃত্তিকার বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ (সূত্রঃ গেজেট প্রকাশ- অক্টোবর ১৯৮৩)।
- কৃষক ও অন্যান্য উপকারভোগীকে মৃত্তিকা, পানি, উদ্ভিদ ও সার বিশ্লেষণ সেবা এবং মৃত্তিকা নুমনা বিশ্লেষণের ফলাফল অনুসারে স্থানভিত্তিক ফসল চাষে সার সুপারিশমালা প্রদান।
- গ্রামীণফোনের সিআইসি সেন্টার ও বাংলালিংক ফোনের মাধ্যমে কৃষকের জমিতে ফসল চাষের জন্য সার সুপারিশ প্রদান।
- ইন্টারনেটে অনলাইন সার সুপারিশ সেবা প্রদান। ওয়েবসাইটঃ www.frs-srdi.gov.bd, এবং ইউজার নেমঃ srdi এবং পাসওয়ার্ডঃ srdi.
- কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত মৃত্তিকা স্বাস্থ্য কার্ড কর্মসূচি প্রবর্তন ও বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান।
- সারা দেশের মৃত্তিকা উর্বরতা এবং ভূমির উৎপাদন কার্যক্রম প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ কাজে সহায়তা প্রদান।
- বিভিন্ন ফসলের সেচ চাহিদা নিরূপণের জন্য গবেষণাগারে মৃত্তিকার আর্দ্রতা বৈশিষ্ঠ্য বিষয়ক গবেষণা করা।
- মৃত্তিকা বিশ্লেষণের ফলাফল, মৃত্তিকা স্বাস্থ্য কার্ড কর্মসূচি এবং উপজেলা নির্দেশিকার মৃত্তিকা বিশ্লেষণের ফলাফলের ভিত্তিতে বিভিন্ন ফসল চাষে সার সুপারিশকরণ ইত্যাদি বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের সম্প্রসারণকর্মীকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান।
- মৃত্তিকা উর্বরতা অবক্ষয় সমস্যা, ফসলের পুষ্টি উপাদানের সমস্যা, মৃত্তিকা রসের অভাব এবং ফসল উৎপাদনে বাঁধা ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণাকরণ।

সাংগঠনিক কাঠামোঃ

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর প্রধান কার্যালয়ে রয়েছে ৩ টি উইং, ৩ টি ডিভিশন এবং ১০ টি সেকশন যথাক্রমে ফিল্ড সার্ভিসেস উইং, এনালাইটিক্যাল সার্ভিসেস উইং, ন্যাচারাল রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট উইং, এডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যান্ড পার্সোনাল ডিভিশন, ট্রেনিং অ্যান্ড কমুনিকেশন ডিভিশন, সার্ভে অ্যান্ড ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন, সয়েল সার্ভে অ্যান্ড ক্লাসিফিকেশন সেকশন, ল্যান্ড ইউজ প্ল্যানিং সেকশন, ল্যান্ড ইভালুয়েশন অ্যান্ড কোরিলেশন সেকশন, হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট সেকশন, ডিপিএস অ্যান্ড আইসিটি সেকশন, কার্টোগ্রাফি সেকশন, পাবলিকেশন অ্যান্ড রেকর্ড সেকশন, এডমিনিস্ট্রেশন সেকশন, একাউন্টস সেকশন, স্টোর সেকশন । এছাড়াও ১ টি উপজেলা নির্দেশিকা সেল, ১ টি কেন্দ্রীয় গবেষণাগার এবং ১ টি সয়েল মিউজিয়াম রয়েছে। বর্তমানে প্রধান কার্যালয় ছাড়াও ফিল্ড সার্ভিসেস উইং এর আওতাধীন ০৭টি বিভাগীয় কার্যালয় ও ৩৩ টি আঞ্চলিক কার্যালয় এবং এনালাইটিক্যাল সার্ভিসেস উইং এর আওতাধীন ৭টি বিভাগীয় গবেষণাগার ও ১৭ টি আঞ্চলিক গবেষণাগার এবং ন্যাচারাল রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট উইং এর আওতাধীন ২টি গবেষণা কেন্দ্রের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

বিভাগীয় কার্যালয়সমূহঃ ঢাকা, রাজশাহী, রংপুর, বরিশাল ,খুলনা , সিলেট , চট্টগ্রাম।

বিভাগীয় গবেষণাগারসমূহঃ ঢাকা, রাজশাহী, রংপুর , বরিশাল ,খুলনা , সিলেট , চট্টগ্রাম।

বিভাগীয় কার্যালয়ের অধীন আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহঃ

ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ঃ ময়মনসিংহ , জামালপুর , টাংগাইল , ফরিদপুর, মাদারীপুর , মুন্সীগঞ্জ , নেত্রকোনা , নরসিংদী , কিশোরগঞ্জ, গোপালগঞ্জ

রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ঃ পাবনা , বগুড়া , সিরাজগঞ্জ , নওগাঁ , চাঁপাইনবাবগঞ্জ

রংপুর বিভাগীয় কার্যালয়ঃ দিনাজপুর , ঠাকুরগাঁও , লালমনিরহাট , গাইবান্ধা

চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয়ঃ কুমিল্লা , নোয়াখালী , রাঙ্গামাটি , চাঁদপুর , কক্সবাজার , ব্রাহ্মণবাড়িয়া

খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ঃ যশোর , কুষ্টিয়া , সাতক্ষীরা , ঝিনাইদহ

সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়ঃ মৌলভীবাজার , সুনামগঞ্জ

বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়ঃ পটুয়াখালী , ভোলা

বিভাগীয় গবেষণাগারের অধীন আঞ্চলিক গবেষণাগারসমূহঃ

ঢাকা বিভাগীয় গবেষণাগারঃ ময়মনসিংহ , জামালপুর , টাংগাইল , ফরিদপুর, কিশোরগঞ্জ , গোপালগঞ্জ

রাজশাহী বিভাগীয় গবেষণাগারঃ পাবনা , বগুড়া

রংপুর বিভাগীয় গবেষণাগারঃ দিনাজপুর

চট্টগ্রাম বিভাগীয় গবেষণাগারঃ কুমিল্লা, নোয়াখালী , রাঙ্গামাটি

খুলনা বিভাগীয় গবেষণাগারঃ যশোর , কুষ্টিয়া , ঝিনাইদহ

সিলেট বিভাগীয় গবেষণাগার

বরিশাল বিভাগীয় গবেষণাগারঃ বরিশাল , পটুয়াখালী

গবেষণা কেন্দ্রঃ

১. মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও পানি বিভাজিকা ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র (SCWMC) , বান্দরবান।

২. লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কেন্দ্র (SMRC), বটিয়াঘাটা, খুলনা।

১.২ মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা /২০২১ (হালনাগাদকৃত) প্রণয়নের যৌক্তিকতা

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের কার্যক্রমের সাথে তথ্য অধিকারের বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভূমি ও মাটির গুণাগুণ, বৈশিষ্ট্য, সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিত করে মাটির শ্রেণী বিন্যাস এবং এ সমস্ত উপাত্ত সম্বলিত মানচিত্র প্রণয়ন ও সরবরাহ মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর প্রধান কাজ। গবেষণা ও সম্প্রসারণধর্মী এ প্রতিষ্ঠানটি ভূমি, মৃত্তিকা, সার ও সেচের পানির সুষ্ঠু ব্যবহার বিষয়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তি হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ কর্মীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এ ছাড়াও প্রতিষ্ঠানটি মাটির ক্রমবর্ধমান অবক্ষয়, সেচের পানির দূষণ, ভূমির অপব্যবহার, মাটিতে ফসলের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি, ভূমির নিস্কাশন জটিলতা বিষয়ে নিয়মিত পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ণ ও সমস্যা সমাধানকল্পে গবেষণামূলক কাজ করে থাকে। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর সুবিধাভোগী হচ্ছে কৃষক/ কৃষিকর্মী / খামার মালিক /সম্প্রসারণ কর্মী /এনজিও/ গবেষক/ শিক্ষাবিদ/ছাত্র/কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর/ কাষ্টমস/পুলিশ প্রশাসন/ কৃষি মন্ত্রণালয় /বিএআরসি/ নার্সভূক্ত প্রতিষ্ঠান /বেসরকারী আমদানীকারক সমেত বিভিন্ন সার প্রত্যাশী সংস্থা। সুবিধাভোগীদের চাহিদা মাফিক দ্রুততম সময়ে এবং স্বচ্ছতার সংগে ভূমি, মাটি এবং সার সুপারিশ সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করে মৃত্তিকা স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। এছাড়া, সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত সরকার তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রণয়ন করেছে। তাই মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর কাছ থেকে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্পর্কিত কতিপয় তথ্য যা প্রকাশ করলে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের উপর অর্পিত মূল দায়িত্ব পালনকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না সেগুলো জানার অধিকার জনগণের আছে।

১.৩.নির্দেশিকার শিরোনাম

জনগণের তথা সংশ্লিষ্ট অংশীজনের তথ্য প্রাপ্তি সহজতর করার জন্য প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা। এর মাধ্যমে স্বল্প সময়ে এবং যথাযথ পদ্ধতিতে জনগণ সহজে তথ্য পেতে পারে। সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকলে তথ্য প্রাপ্তিতে সংশ্লিষ্টদেরকে হয়রানির সম্মুখীন হতে হয় না। এই কারণে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো, যা 'মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা/ ২০২০ (হালনাগাদকৃত) নামে অভিহিত হবে।

২. আইনগত ভিত্তি:

২.১. অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ: মহাপরিচালক, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট
২.২ অনুমোদনের তারিখ : ০৭/১১/২০২১ খ্রিঃ
২.৩. নির্দেশিকা বাস্তবায়নের তারিখ : ০৭/১১/২০২১ খ্রিঃ

৩. সংজ্ঞা

৩.১. তথ্য: তথ্য অর্থে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকান্ড সংক্রান্ত যে কোন স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগবই, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অংকিতচিত্র, ফিল্ম, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যে কোন ইনস্ট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে অন্য যে কোন তথ্যবহ বস্তু বা তাদের প্রতিলিপিও এর অন্তর্ভুক্ত হবে;
তবে শর্ত থাকে যে, দাপ্তরিক নোট সিট বা নোট সিটের প্রতিলিপি এর অন্তর্ভুক্ত হবে না ।

৩.২. **দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা:** তথ্য অবমুক্তকরণ নীতি বাস্তবায়নের জন্য এবং তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের জন্য মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়,গবেষণা কেন্দ্র, বিভাগীয় গবেষণাগার এবং আঞ্চলিক গবেষণাগার এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের পদবী ও ঠিকানা পরিশিষ্ট-ক এ দেয়া হল।

৩.৩.তথ্য প্রদানকারী ইউনিট: তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার সমন্বয়ে প্রত্যেকটি কার্যালয়ে তথ্য প্রদানকারী ইউনিট গঠিত হবে।

৩.৪.আপীল কর্তৃপক্ষ : প্রধান কার্যালয়ের ক্ষেত্রে সচিব অথবা কৃষি মন্ত্রনালয় কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তা, বিভাগীয় কার্যালয় , বিভাগীয় গবেষণাগার এবং গবেষণা কেন্দ্রের ক্ষেত্রে মহাপরিচালক ,আঞ্চলিক কার্যালয় ও আঞ্চলিক গবেষণাগারের ক্ষেত্রে পরিচালক আপীল কর্তৃপক্ষ হবেন।

৩.৫.তৃতীয় পক্ষ: "তৃতীয় পক্ষ" অর্থ তথ্য প্রাপ্তির জন্য অনুরোধকারী বা তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অনুরোধকৃত তথ্যের সহিত জড়িত অন্য কোন পক্ষ। অর্থাৎ, তথ্য প্রাপ্তির জন্য অনুরোধকারীকে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর কার্যালয় ব্যতীত অন্য কোন সংস্থা জড়িত থাকলে সেই সংস্থা তৃতীয় পক্ষ হিসেবে বিবেচিত হবে।

৩.৬. **তথ্য কমিশন:**
"তথ্য কমিশন" অর্থ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ১১ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত তথ্য কমিশন।

৩.৭. **অন্যান্য:**

(ক) "কর্মকর্তা" অর্থে কর্মচারী ও অন্তর্ভুক্ত হবে ;
(খ) "তথ্য অধিকার" অর্থ কোন কর্তৃপক্ষের নিকট হতে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার ;
(গ) "নির্ধারিত" অর্থ বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত ;
(ঘ) "প্রবিধান" অর্থ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩৪ এর অধীন প্রণীত কোন প্রবিধান ;
(ঙ) "বিধি" অর্থ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩৩ এর অধীন প্রণীত কোন বিধি।

৪. তথ্যের শ্রেণিবিন্যাস এবং তথ্য প্রদান পদ্ধতি
তথ্য প্রদান পদ্ধতি, তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়ন সাপেক্ষে দেশের প্রতিটি নাগরিকের তথ্য পাওয়ার অধিকার আছে এবং নাগরিকের চাহিদা/অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট তাকে তথ্য প্রদানে বাধ্য থাকবে। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের গৃহীত সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম কিংবা সম্পাদিত বা প্রস্তাবিত কর্মকান্ডের সকল তথ্য নাগরিকের নিকট সহজলভ্য করার প্রয়াসে সূচিবদ্ধ আকারে অনলাইনে প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা করবে।

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের কাছে যেসব তথ্য রয়েছে তা তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে-

- স্বপ্রণোদিত তথ্য
- চাহিবামাত্র প্রদানে বাধ্য তথ্য
- কতিপয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়

৪.১.স্বপ্রণোদিত তথ্য
এই শ্রেণির আওতাভুক্ত তথ্যগুলো পরিশিষ্ট-ক-এ উল্লেখ করা আছে যা তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী স্বপ্রণোদিতভাবে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের ওয়েবসাইটে (www.srdi.gov.bd) প্রকাশিত থাকবে।
যদি চাহিদা অনুযায়ী কোনো তথ্য মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের ওয়েবসাইটে পাওয়া না যায় তাহলে, তথ্য চাহিদাকারী মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয়ের তথ্য কর্মকর্তা বরাবর (ঠিকানা: মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা -১২১৫) আবেদন করতে পারবেন।

৪.২ **চাহিবামাত্র প্রদানে বাধ্য তথ্য:**
এই শ্রেণির আওতাভুক্ত তথ্যগুলো পরিশিষ্ট-খ এ উল্লেখ করা আছে। এজাতীয় চাহিদাকৃত তথ্য মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের অনুমোদন ব্যতিরেকেই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা চাহিদাকারীকে প্রদান করতে পারবে।

৪.৩ **কতিপয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়:**

কতিপয় তথ্য যা কোন নাগরিককে প্রদান করতে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বাধ্য থাকবে না। এ তালিকাটিও মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট কর্তৃক নির্ধারিত হবে। পরিচালক এটি অনুমোদন করবেন। এ তালিকাটি মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট কর্তৃক ৬ মাস পর পর পর্যালোচনা করে প্রয়োজনে সংযোজন/বিয়োজন করা হবে।

নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহ মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট কোন নাগরিককে প্রদান করতে বাধ্য থাকবে না, যথা-
(ক) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠু বিচার কার্য ব্যাহত হতে পারে এরূপ তথ্য;
(খ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন হতে পারে এরূপ তথ্য;
(গ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হতে পারে এরূপ তথ্য;
(ঘ) আদালতে বিচারাধীন কোন বিষয় এবং যা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইব্যুনালের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে অথবা যার প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল এরূপ তথ্য;
(ঙ) ভেজাল সন্দেহে জব্দকৃত/প্রেরিত সার বিশ্লেষণের ফলাফল যা প্রকাশের ফলে জাতীয় স্বার্থ ব্যহত হতে পারে এরূপ তথ্য;
(চ) অনুসন্ধানাধীন বা তদন্তাধীন কোন বিষয় যার প্রকাশ অনুসন্ধান বা তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটাতে পারে এরূপ তথ্য;
(ছ) কোন অপরাধের তদন্ত প্রক্রিয়া এবং অপরাধীর গ্রেফতার ও শাস্তিকে প্রভাবিত করতে পারে এরূপ তথ্য;
(জ) কোন ক্রয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ হবার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা উহার কার্যক্রম সংক্রান্ত কোন তথ্য।

৫.তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতিঃ

#এই আইনের অধীন তথ্য অধিকার নিশ্চিত করবার লক্ষ্যে তথ্যের ক্যাটালগ এবং ইনডেক্স মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের **ওয়েবসাইটে (www.srdi.gov.bd)** সংরক্ষিত রয়েছে।
প্রতি মাসে এবং প্রয়োজনে তাৎক্ষনিভাবে মৃত্তিকা সম্পর্কিত তথ্যাদি ওয়েবসাইটে হালনাগাদ করা হবে।
#প্রতিবেদন , পোষ্টার , লিফলেট ইত্যাদি বিনামূল্যে বিতরন , জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসে/প্রয়োজনে জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞপ্তি , ফিচার , ক্রোড়পত্র প্রকাশ।
#কৃষক/কৃষানী ও অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষনের মাধ্যমে তথ্য প্রদান।
#উদ্বুদ্ধকরণ ,মাঠ দিবস, কৃষি প্রযুক্তি মেলা, অংশীজন সভা , কৃষক সম্মেলন এবং অনলাইন সার সুপারিশের মাধ্যমে তথ্য প্রদান।

৬.দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগঃ

এই আইনের বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ তথ্য সরবরাহের নিমিত্ত প্রতিটি তথ্য প্রদান ইউনিটের জন্য একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করবে। প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ নিয়োগকৃত প্রত্যেক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী, ঠিকানা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা নিয়োগ প্রদানের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনকে লিখিতভাবে অবহিত করবে। এই আইনের এর অধীন দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অন্য যে কোন কর্মকর্তার সহায়তা চাইতে পারবেন এবং কোন কর্মকর্তার কাছ থেকে এরূপ সহায়তা চাওয়া হলে তিনি উক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন।
ঘ. কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে অন্য কোন কর্মকর্তার সহায়তা চাইলে এবং এরূপ সহায়তা প্রদানে ব্যর্থতার জন্য তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর কোন বিধান লংঘিত হলে এই আইনের অধীন দায়-দায়িত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে উক্ত অন্য কর্মকর্তাও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলে গণ্য হবেন।
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগনের পরিচিতি ''দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের তালিকা'' থেকে পাওয়া যাবে যা পরিবর্তিত হতে পারে।

৭.দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কর্তব্য ও কর্মপরিধিঃ

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদনকারীর আবেদন গ্রহন করবেন এবং তথ্যের আবেদন বাছাই , প্রদানযোগ্য তথ্য হলে তা তথ্যের মুল্য আদায়ক্রমে তথ্য প্রদান করবেন।

৮.বিকল্প তথ্য কর্মকর্তার কর্মপরিধিঃ

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে বিকল্প তথ্য কর্মকর্তা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাজ করবেন।

৯. তথ্য প্রদান পদ্ধতিঃ

তথ্য চাহিদাকারীর চাহিদা অনুযায়ী তথ্য প্রদান করা হবে তবে এর লিখিতরূপ অথবা অডিও রেকর্ড হবে বাংলা ভাষায়।

১০.তথ্য প্রদানের সময়সীমাঃ

সর্বোচ্চ ২০(বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য প্রদান করা হবে। তবে যাচিত তথ্যের সাথে একাধিক তথ্য প্রদানকারী ইউনিট জড়িত থাকলে অনধিক ৩০(ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য প্রদান করা হবে। কোন কারনে তথ্য প্রদানে অপারগ হলে ১০ (দশ) করবেন। কার্যদিবসের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদনকারীকে অবহিত

১১. তথ্যের মূল্য ও পরিশোধের নিয়মাবলীঃ

লিখিত কোন ডকুমেন্টের কপি সরবরাহের জন্য (ম্যাপ, নকশা, ছবি, কম্পিউটার প্রিন্টসহ) ,ডিস্ক, সিডি ইত্যাদিতে তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে , কোন আইন বা সরকারি বিধান বা নির্দেশনা অনুযায়ী কাউকে সরবরাহকৃত তথ্যের ক্ষেত্রে , মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয়যোগ্য প্রকাশনার ক্ষেত্রে তথ্যের মূল্য বাবদ পরিশোধযোগ্য অর্থ রশিদের মাধ্যমে , ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে (কোড নং 1- 4345 -0000- 2017) অথবা মহাপরিচালক , মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বরাবর MICR চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে। মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমান নিতান্ত কম হলে সরকারী রেভিনিউ স্ট্যাম্পের মাধ্যমে জমা দেয়া যাবে। তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি ও তথ্যের মূল্য নির্ধারন ফি (ফরম ঘ) পরিশিষ্ট –চ তে দেয়া হল এবং পরিশিষ্ট –ছ তে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের সেবা ও তথ্যের মূল্য তালিকা দেয়া হল।

১২.আপীল কর্তৃপক্ষ ও আপিল পদ্ধতিঃ

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয় এর ক্ষেত্রে আপিল কর্তৃপক্ষ সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় অথবা কৃষি মন্ত্রনালয় কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তা এবং বিভাগীয় কার্যালয়, বিভাগীয় গবেষণাগার এবং গবেষণা কেন্দ্রের ক্ষেত্রে আপিল কর্তৃপক্ষ মহাপরিচালক ,মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এবং আঞ্চলিক কার্যালয় ও আঞ্চলিক গবেষণাগারের ক্ষেত্রে পরিচালক আপীল কর্তৃপক্ষ হবেন।

যদি কোন ব্যাক্তি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তথ্য না পান অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হন তা হলে তিনি উক্ত সময়সীমা পার হওয়ার পর বা সিদ্ধান্ত পাওয়ার পরবর্তী ৩০(ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে আপিল কর্তৃপক্ষ এর নিকট আবেদন করতে পারবেন।আপিল আবেদনের সময়ে আপিলের কারন উল্লেখ করে সাদা কাগজে অথবা ফর্ম “গ” (সংযুক্ত) অনুযায়ী আপিল করা যাবে।আপিল কর্তৃপক্ষ ১৫(পনের)কার্যদিবসের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি করবেন।আপিল কর্তৃপক্ষের রায় মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের চূড়ান্ত রায় বলে বিবেচিত হবে।এ ব্যাপারে তথ্য চাহিদাকারী সংক্ষুব্ধ হলে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করতে পারবেন।

১৩.তথ্য প্রদানে অবহেলার শাস্তির বিধানঃ

যথাযথ কারণ ব্যাতীত তথ্য প্রদানে অপারগতা প্রকাশ অসদাচরন বলে বিবেচিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে চাকুরী বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

১৪. তথ্য পরিদর্শনের সুযোগঃ

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয়,বিভাগীয় কার্যালয় এবং আঞ্চলিক কার্যালয় সমূহে প্রদর্শিত সিটিজেন চার্টার এর মাধ্যমে এবং ওয়েবসাইটে হালনাগাদকৃত তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ রয়েছে।

পরিশিষ্ট-ক

তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের তালিকাঃ

দপ্তর/সংস্থা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী ও ফোন নম্বর	বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী ও ফোন নম্বর	আপীল কর্তৃপক্ষের নাম, পদবী ও ফোন নম্বর
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।	বিধান কুমার ভান্ডার মহাপরিচালক ফোন: ০২২২২২৪২২২১- মোবা: ০১৭১৬৮২১৬৩১	মোঃ কামারুজ্জামান পরিচালক ফোন : ০২-২২২২৪২২২৬ মোবা: ০১৯১৬৫৩৭৬৩৯	সচিব কৃষি মন্ত্রণালয় ফোন: ০২-৯৫৪০১০০ মোবা : ০১৭০৭৭৭৪০৫১

পরিশিষ্ট-খ

ফরম 'ক'

তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র

[তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালার বিধি ৩ দ্রষ্টব্য]

বরাবর

----------,

---------- (নাম ও পদবী)

ও

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,

---------- (দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

১।	আবেদনকারীর নাম	ঃ .....
	পিতার নাম	ঃ .....
	মাতার নাম	ঃ .....
	বর্তমান ঠিকানা	ঃ .....
	স্থায়ী ঠিকানা	ঃ .....
	ফ্যাক্স, ই-মেইল, টেলিফোন ও মোবাইল ফোন নম্বর (যদি থাকে)	ঃ .....
২।	কি ধরনের তথ্য* (প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করুন)	ঃ .....
৩।	কোন পদ্ধতিতে তথ্য পাইতে আগ্রহী (ছাপানো/ফটোকপি/ লিখিত/ই-মেইল/ফ্যাক্স/সিডি অথবা অন্য কোন পদ্ধতি)	ঃ .....
৪।	তথ্য গ্রহণকারীর নাম ও ঠিকানা	ঃ .....
৫।	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা	ঃ .....

আবেদনের তারিখ ঃ .....

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

* তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর ৮ ধারা অনুযায়ী তথ্যের মূল্য পরিশোধযোগ্য।

পরিশিষ্ট-গ

ফরম 'খ'

[তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ বিধি-৫ দ্রষ্টব্য]

তথ্য সরবরাহে অপারগতার নোটিশ

আবেদন পত্রের সূত্র নম্বর : তারিখ : .....

প্রতি

আবেদনকারীর নাম : .....

ঠিকানা : .....

বিষয় : তথ্য সরবরাহে অপারগতা সম্পর্কে অবহিতকরণ।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার .....তারিখের আবেদনের ভিত্তিতে প্রার্থিত তথ্য নিম্নোক্ত কারণে সরবরাহ করা সম্ভব হইল না, যথা :-

১। .....

.....।

২। .....

.....।

৩। .....

.....।

(.....)

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম :

পদবী :

দাপ্তরিক সীল :

পরিশিষ্ট-ঘ

ফরম 'গ'

আপীল আবেদন

[তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালার বিধি-৬ দ্রষ্টব্য]

বরাবর

----------,

---------- (নাম ও পদবী)

ও

আপীল কর্তৃপক্ষ,

---------- (দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

১। আপীলকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ) ঃ .....

২। আপীলের তারিখ ঃ .....

৩। যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে উহার কপি (যদি থাকে) ঃ .....

৪। যাহার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে তাহার নামসহ আদেশের বিবরণ (যদি থাকে) ঃ .....

৫। আপীলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ .....

৬। আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইবার কারণ (সংক্ষিপ্ত বিবরণ) ঃ .....

৭। প্রার্থিত প্রতিকারের যুক্তি/ভিত্তি ঃ .....

৮। আপীলকারী কর্তৃক প্রত্যয়ন ঃ .....

৯। অন্য কোন তথ্য যাহা আপীল কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থাপনের জন্য আপীলকারী ইচ্ছা পোষণ করেন ঃ .....

আবেদনের তারিখ ঃ .....

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

পরিশিষ্ট-ঙ

ফরম 'ক'

অভিযোগ দায়েরের ফরম

[তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালার প্রবিধান-৩ (১) দ্রষ্টব্য]

বরাবর
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।

অভিযোগ নং ---------- ।

১। অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ) ঃ .....

২। অভিযোগ দাখিলের তারিখ ঃ .....

৩। যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহার নাম ও ঠিকানা ঃ .....

৪। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (প্রয়োজনে আলাদা কাগজ সন্নিবেশ করা যাইবে) ঃ .....

৫। সংক্ষুব্ধতার কারণ (যদি কোন আদেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হয় সেইক্ষেত্রে উহার কপি সংযুক্ত করিতে হইবে) ঃ .....

৬। প্রার্থিত প্রতিকার ও উহার যৌক্তিকতা ঃ .....

৭। অভিযোগ উল্লিখিত বক্তব্যের সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রের বর্ণনা (কপি সংযুক্ত করিতে হইবে) ঃ .....

সত্যপাঠ

আমি/আমরা এই মর্মে হলফপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, এই অভিযোগে বর্ণিত অভিযোগসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

(সত্যপাঠকারীর স্বাক্ষর)

পরিশিষ্ট-চ

ফরম 'ঘ'

[বিধি ৮ দ্রষ্টব্য]

তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ ফি

তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে নিম্ন টেবিলের কলাম (২) এ উলি-খিত তথ্যের জন্য উহার বিপরীতে কলাম (৩) এ উলি-খিত হারে ক্ষেত্রমত তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যের মূল্য পরিশোধযোগ্য হইবে, যথা :-

টেবিল

ক্রমিক নং	তথ্যের বিবরণ	তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি/তথ্যের মূল্য
(১)	(২)	(৩)
১।	লিখিত কোন ডকুমেন্টের কপি সরবরাহের জন্য (ম্যাপ, নক্শা, ছবি, কম্পিউটার প্রিন্টসহ)	এ-৪ ও এ-৩ মাপের কাগজের ক্ষেত্রে প্রতি পৃষ্ঠা ২ (দুই) টাকা হারে এবং তদূর্ধ্ব সাইজের কাগজের ক্ষেত্রে প্রকৃত মূল্য।
২।	ডিস্ক, সিডি ইত্যাদিতে তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে	(১) আবেদনকারী কর্তৃক ডিস্ক, সিডি ইত্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে বিনা মূল্যে; (২) তথ্য সরবরাহকারী কর্তৃক ডিস্ক, সিডি ইত্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে উহার প্রকৃত মূল্য।
৩।	কোন আইন বা সরকারি বিধান বা নির্দেশনা অনুযায়ী কাউকে সরবরাহকৃত তথ্যের ক্ষেত্রে	বিনামূল্যে।
৪।	মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয়যোগ্য প্রকাশনার ক্ষেত্রে	প্রকাশনায় নির্ধারিত মূল্য।

তথ্যের মূল্য এবং মূল্য পরিশোধ :

(১) কোন অনুরোধকৃত তথ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট সরবরাহের জন্য মজুদ থাকলে তিনি তঅবি, ২০০৯-এর তফসিলে উল্লিখিত ফরম-'ঘ' অনুসারে সেই তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করবেন এবং অনধিক ৫ (পাঁচ) কার্য দিবসের মধ্যে সেই অর্থ চালান কোড নং- **১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭** এ জমা করে ট্রেজারী চালানের কপি তার কাছে জমা দেয়ার জন্য অনুরোধকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করবেন; অথবা

(২) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধকারী কর্তৃক পরিশোধিত তথ্যের মূল্য রশিদের মাধ্যমে গ্রহণ করবেন এবং প্রাপ্ত অর্থ চালান কোড নং- **১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭** এ ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা দেবেন।

পরিশিষ্ট-ছ

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর সেবা মূল্য তালিকা

কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
সম্প্রসারণ-৩ অধিশাখা
www.moa.gov.bd

ডাইরী নং.................তাং...........
১১/০৭/১৪২১ বঙ্গাব্দ
তারিখঃ ২৬/১০/২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

নথি নং-১২.০৫৪.০৩৫.০০.০০.০০১.২০১০-২৭২

বিষয়ঃ নন-ট্যাক্স রেভিনিউ (এনটিআর) এর হার নির্ধারণ/পুন:নির্ধারণ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট-এর নন-ট্যাক্স রেভিনিউ (এনটিআর) এর হার নিম্নরূপভাবে নির্ধারণ/পুন: নির্ধারণ করা হয়েছে :

রাজস্ব প্রাপ্তির উৎস (আইটেম)	পূর্বের হার (টাকা)			বর্তমান নির্ধারিত/পুন:নির্ধারিত হার (টাকা)		
	ক্যাটাগরি-১	ক্যাটাগরি-২	ক্যাটাগরি-৩	ক্যাটাগরি-১	ক্যাটাগরি-২	ক্যাটাগরি-৩
	কৃষক	সরকারী/ স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান	সার ডিলার/ উৎপাদনকারী/ বেসরকারী সংস্থা/ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান/এসআরডিআই বহির্ভূত প্রকল্প	কৃষক	সরকারী/ স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান	সার ডিলার/ উৎপাদনকারী/ বেসরকারী সংস্থা/ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠান/এসআরডিআই বহির্ভূত প্রকল্প
(ক) মৃত্তিকা নমুনা						
জৈব পদার্থ	১০ (দশ)	২৫ (পঁচিশ)	৫০ (পঞ্চাশ)	১০ (দশ)	১০০ (একশত)	২০০ (দুইশত
মোট নাইট্রোজেন	১০ (দশ)	২৫ (পঁচিশ)	১৫০ (একশত পঞ্চাশ)	১০ (দশ)	১০০ (একশত)	২০০ (দুইশত
সিইসি	১০ (দশ)	৭৫ (পচাত্তর)	১৫০ (একশত পঞ্চাশ)	১০ (দশ)	১০০ (একশত)	২০০ (দুইশত
বিনিময়যোগ্য হাইড্রোজেন	-	-	-	১০ (দশ)	৩০ (ত্রিশ)	৬০ (ষাট)
কার্বোনেট/বাইকার্বোনেট	-	-	-	১০ (দশ)	৬০ (ষাট)	১২০ (একশত বিশ)
ক্লোরাইড	-	-	-	১০ (দশ)	৫০ (পঞ্চাশ)	১০০ (একশত)
সালফেট	৫ (পাঁচ)	৪০ (চল্লিশ)	৮০ (আশি)	৫ (পাঁচ)	৬০ (ষাট)	১২০ (একশত বিশ)
বুনট	৫ (পাঁচ)	৪০ (চল্লিশ)	৮০ (আশি)	৫ (পাঁচ)	১০০ (একশত)	২০০ (দুইশত
প্রতিক্রিয়া (পিএইচ)	৩ (তিন)	১৫ (পনের)	৩০ (ত্রিশ)	৩ (তিন)	২৫ (পঁচিশ)	৫০ (পঞ্চাশ)
বিনিময়যোগ্য অম্লত্ব	-	-	-	১০ (দশ)	৫০ (পঞ্চাশ)	১০০ (একশত)
বিনিময়যোগ্য ক্যালসিয়াম	৫ (পাঁচ)	২৫ (পঁচিশ)	৫০ (পঞ্চাশ)	৫ (পাঁচ)	৬০ (ষাট)	১২০ (একশত বিশ)
বিনিময়যোগ্য ম্যাগনেশিয়াম	৫ (পাঁচ)	২৫ (পঁচিশ)	৫০ (পঞ্চাশ)	৫ (পাঁচ)	৬০ (ষাট)	১২০ (একশত বিশ)
বিনিময়যোগ্য পটাশিয়াম	৫ (পাঁচ)	২৫ (পঁচিশ)	৫০ (পঞ্চাশ)	৫ (পাঁচ)	৫০ (পঞ্চাশ)	১০০ (একশত)
বিনিময়যোগ্য সোডিয়াম	৫ (পাঁচ)	২৫ (পঁচিশ)	৫০ (পঞ্চাশ)	৫ (পাঁচ)	৫০ (পঞ্চাশ)	১২০ (একশত বিশ)
তামা	৫ (পাঁচ)	৩০ (ত্রিশ)	৬০ (ষাট)	৫ (পাঁচ)	৫০ (পঞ্চাশ)	১২০ (একশত বিশ)
লৌহ	৫ (পাঁচ)	৩০ (ত্রিশ)	৬০ (ষাট)	৫ (পাঁচ)	৫০ (পঞ্চাশ)	১০০ (একশত)
ম্যাংগানিজ	৫ (পাঁচ)	৩০ (ত্রিশ)	৬০ (ষাট)	৫ (পাঁচ)	৫০ (পঞ্চাশ)	১০০ (একশত)
দস্তা	৫ (পাঁচ)	৩০ (ত্রিশ)	৬০ (ষাট)	৫ (পাঁচ)	৫০ (পঞ্চাশ)	১০০ (একশত)
লভ্য ফসফরাস	১০ (দশ)	৩০ (ত্রিশ)	৬০ (ষাট)	১০ (দশ)	৬০ (ষাট)	১২০ (একশত বিশ)
মোট ফসফরাস	-	-	-	১০ (দশ)	৬০ (ষাট)	১২০ (একশত বিশ)
বোরন	১০(দশ)	৮০ (আশি)	১৬০ (একশত ষাট)	১০ (দশ)	১০০ (একশত)	২০০ (দুইশত)
লবণাক্ততা (ইসি)	৫ (পাঁচ)	১৫ (পনের)	৩০ (ত্রিশ)	৫ (পাঁচ)	২৫ (পঁচিশ)	৫০ (পঞ্চাশ)
মোট দ্রবনীয় লবণ (টিএসএস/টিডিএস)	-	-	-	১০ (দশ)	৫০ (পঞ্চাশ)	১০০ (একশত)
লেড	-	-	-	-	৩০০ (তিনশত)	৬০০ (ছয়শত)
ক্যাডমিয়াম	-	-	-	-	৩০০ (তিনশত)	৬০০ (ছয়শত)
ক্রোমিয়াম	-	-	-	-	৩০০ (তিনশত)	৬০০ (ছয়শত)
মলিবডেনাম	-	-	-	-	৩০০ (তিনশত)	৬০০ (ছয়শত)

রাজস্ব প্রাপ্তির উৎস (আইটেম)	পূর্বের হার (টাকা)			বর্তমান নির্ধারিত/পুন:নির্ধারিত হার (টাকা)		
	ক্যাটাগরি-১	ক্যাটাগরি-২	ক্যাটাগরি-৩	ক্যাটাগরি-১	ক্যাটাগরি-২	ক্যাটাগরি-৩
	কৃষক	সরকারী/ স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান	সার ডিলার/ উৎপাদনকারী/ বেসরকারী সংস্থা/ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান/এসআরডিআই বহির্ভূত প্রকল্প	কৃষক	সরকারী/ স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান	সার ডিলার/ উৎপাদনকারী/ বেসরকারী সংস্থা/ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠান/এসআরডিআই বহির্ভূত প্রকল্প
নিকেল	-	-	-	-	৩০০ (তিনশত)	৬০০ (ছয়শত)
আর্সেনিক	-	-	-	-	৬০০ (ছয়শত)	১২০০ (এক হাজার দুইশত)
আর্দ্রতা	১০ (দশ)	৩০ (ত্রিশ)	৬০ (ষাট)	-	৭৫ (পচাত্তর)	১৫০ (একশত পঞ্চাশ)
খনিজ পদার্থ বিশ্লেষণ (মৃত্তিকা নমুনা)	-	-	-	-	১০০০ (এক হাজার)	২০০০ (দুই হাজার
সেচুরেশন পার্সেন্ট (এসপি)	-	-	-	-	৫০ (পঞ্চাশ)	১০০ (একশত)
বাল্ক ডেনসিটি	১০ (দশ)	১০০ (একশত)	২০০ (দুইশত)	-	১২৫ (একশত পচিশ)	২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ)
প্যার্টিকেল ডেনসিটি	১০ (দশ)	১২০(একশতবিশ)	২৪০ (দুইশত চল্লিশ)	-	১২৫ (একশত পচিশ)	২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ)
পানি ধারণ ক্ষমতা	-	-	-	-	১২৫ (একশত পচিশ)	৩০০ (তিনশত)
হাইড্রোলিক কন্ডাকটিভিটি	-	-	-	-	১৫০ (একশত পঞ্চাশ)	৩০০ (তিনশত)
পারকোলেশন/ইনফিলট্রেশন	-	২০০ (দুইশত)	৪০০ (চারশত)	-	১৫০ (একশত পঞ্চাশ)	৫০০ (পাঁচশত)
এগ্রিগেট এস্টাবিলিটি	-	-	-	-	২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ)	২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ)
(খ) পানির নমুনা						
প্রতিক্রিয়া (পিএইচ)	৩ (তিন)	১৫ (পনের)	৩০ (ত্রিশ)	৩ (তিন)	২৫ (পঁচিশ)	৫০ (পঞ্চাশ)
লবণাক্ততা (ইসি)	৩ (তিন)	১৫ (পনের)	৩০ (ত্রিশ)	৩ (তিন)	২৫ (পঁচিশ)	৫০ (পঞ্চাশ)
মোট দ্রবনীয় লবণ (টিএসএস/টিডিএস)	-	-	-	১০ (দশ)	৫০ (পঞ্চাশ)	১০০ (একশত)
ক্যালসিয়াম	৫ (পাঁচ)	২৫ (পঁচিশ)	৫০ (পঞ্চাশ)	৫ (পাঁচ)	২৫ (পঁচিশ)	৫০ (পঞ্চাশ)
ম্যাগনেশিয়াম	৫ (পাঁচ)	২৫ (পঁচিশ)	৫০ (পঞ্চাশ)	৫ (পাঁচ)	২৫ (পঁচিশ)	৫০ (পঞ্চাশ)
পটাশিয়াম	৫ (পাঁচ)	২৫ (পঁচিশ)	৫০ (পঞ্চাশ)	৫ (পাঁচ)	২৫ (পঁচিশ)	৫০ (পঞ্চাশ)
সোডিয়াম	৫ (পাঁচ)	২৫ (পঁচিশ)	৫০ (পঞ্চাশ)	৫ (পাঁচ)	২৫ (পঁচিশ)	৫০ (পঞ্চাশ)
তামা	৫ (পাঁচ)	২৫ (পঁচিশ)	৫০ (পঞ্চাশ)	৫ (পাঁচ)	২৫ (পঁচিশ)	১০০ (একশত)
লৌহ	৫ (পাঁচ)	২৫ (পঁচিশ)	৫০ (পঞ্চাশ)	৫ (পাঁচ)	২৫ (পঁচিশ)	১০০ (একশত)
ম্যাংগানিজ	৫ (পাঁচ)	২৫ (পঁচিশ)	৫০ (পঞ্চাশ)	৫ (পাঁচ)	২৫ (পঁচিশ)	১০০ (একশত)
দস্তা	৫ (পাঁচ)	২৫ (পঁচিশ)	৫০ (পঞ্চাশ)	৫ (পাঁচ)	২৫ (পঁচিশ)	১০০ (একশত)
কার্বোনেট/বাইকার্বোনেট	৬ (ছয়)	৩০ (ত্রিশ)	৬০ (ষাট)	৬ (ছয়)	২৫ (পঁচিশ)	৫০ (পঞ্চাশ)
ক্লোরাইড	৩ (তিন)	১৫ (পনের)	৩০ (ত্রিশ)	৩ (তিন)	২৫ (পঁচিশ)	৫০ (পঞ্চাশ)
সালফেট	৮ (আট)	৪০ (চল্লিশ)	৮০ (আশি)	৮ (আট)	৫০ (পঞ্চাশ)	১০০ (একশত)
বোরণ	৮ (আট)	৪০ (চল্লিশ)	৮০ (আশি)	৮ (আট)	১০০ (একশত)	২০০ (দুইশত)
ফসফরাস	-	-	-	১৫ (পনের)	৫০ (পঞ্চাশ)	১০০ (একশত)
লেড	-	-	-	-	২০০ (দুইশত)	৪০০ (চারশত)
ক্যাডমিয়াম	-	-	-	-	২০০ (দুইশত)	৪০০ (চারশত)
ক্রোমিয়াম	-	-	-	-	২০০ (দুইশত)	৪০০ (চারশত)
মলিবডেনাম	-	-	-	-	২০০ (দুইশত)	৪০০ (চারশত)
নিকেল	-	-	-	-	২০০ (দুইশত)	৪০০ (চারশত)
আর্সেনিক	-	৬০০ (ছয়শত)	১২০০ (এক হাজার দুইশত)	-	৩০০ (তিনশত)	৬০০ (ছয়শত)
(গ) উদ্ভিদের নমুনা						
নাইট্রোজেন	১০ (দশ)	৫০ (পঞ্চাশ)	১০০ (একশত)	-	১০০ (একশত)	২০০ (দুইশত)
ফসফরাস	১০ (দশ)	৫০ (পঞ্চাশ)	১০০ (একশত)	-	১০০ (একশত)	২০০ (দুইশত)
পটাশিয়াম	১০ (দশ)	৫০ (পঞ্চাশ)	১০০ (একশত)	-	১০০ (একশত)	২০০ (দুইশত)
ক্যালসিয়াম	১০ (দশ)	৫০ (পঞ্চাশ)	১০০ (একশত)	-	১০০ (একশত)	২০০ (দুইশত)
ম্যাগনেশিয়াম	১০ (দশ)	৫০ (পঞ্চাশ)	১০০ (একশত)	-	১০০ (একশত)	২০০ (দুইশত)
সোডিয়াম	-	৫০ (পঞ্চাশ)	-	-	১০০ (একশত)	২০০ (দুইশত)
তামা	১০ (দশ)	৫০ (পঞ্চাশ)	১০০ (একশত)	-	১০০ (একশত)	২০০ (দুইশত)
লৌহ	১০ (দশ)	৫০ (পঞ্চাশ)	১০০ (একশত)	-	১০০ (একশত)	২০০ (দুইশত)
ম্যাংগানিজ	১০ (দশ)	৫০ (পঞ্চাশ)	১০০ (একশত)	-	১০০ (একশত)	২০০ (দুইশত)
দস্তা	১০ (দশ)	৫০ (পঞ্চাশ)	১০০ (একশত)	-	১০০ (একশত)	২০০ (দুইশত)
গন্ধক	১০ (দশ)	৫০ (পঞ্চাশ)	১০০ (একশত)	-	১০০ (একশত)	২০০ (দুইশত)

রাজস্ব প্রাপ্তির উৎস (আইটেম)	পূর্বের হার (টাকা)			বর্তমান নির্ধারিত/পুন:নির্ধারিত হার (টাকা)		
	ক্যাটাগরি-১	ক্যাটাগরি-২	ক্যাটাগরি-৩	ক্যাটাগরি-১	ক্যাটাগরি-২	ক্যাটাগরি-৩
	কৃষক	সরকারী/ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান	সার ডিলার/ উৎপাদনকারী/বেসরকারী সংস্থা/ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান/এসআরডিআই বহির্ভূত প্রকল্প	কৃষক	সরকারী/ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান	সার ডিলার/ উৎপাদনকারী/ বেসরকারী সংস্থা/ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠান/এসআরডিআই বহির্ভূত প্রকল্প
জৈব পদার্থ	-	-	-	-	১০০ (একশত)	২০০ (দুইশত)
লেড	-	-	-	-	৩০০ (তিনশত)	৬০০ (ছয়শত)
ক্যাডমিয়াম	-	-	-	-	৩০০ (তিনশত)	৬০০ (ছয়শত)
ক্রোমিয়াম	-	-	-	-	৩০০ (তিনশত)	৬০০ (ছয়শত)
মলিবডেনাম	-	-	-	-	৩০০ (তিনশত)	৬০০ (ছয়শত)
নিকেল	-	-	-	-	৩০০ (তিনশত)	৬০০ (ছয়শত)
আর্সেনিক	-	-	-	-	৬০০ (ছয়শত)	১২০০ (এক হাজার দুইশত)
(ঘ) রাসায়নিক/জৈব সার নমুনা						
আর্দ্রতা	-	৭৫ (পচাত্তর)	১৫০ (একশত পঞ্চাশ)	-	১০০ (একশত)	২০০ (দুইশত)
বাই ইউরিয়েট	-	১১০ (একশত দশ)	২২০ (দুইশত বিশ)	-	১৫০ (একশত পঞ্চাশ)	৩০০ (তিনশত)
মোট নাইট্রোজেন	-	২০০ (দুইশত)	৪০০ (চারশত)	-	১ ০ (একশত)	৫০০ (পাঁচশত)
মোট ফসফরাস	-	১২০০ (এক হাজার দুইশত)	৪০০ (চারশত)	-	২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ)	৫০০ (পাঁচশত)
অজৈব এসিড দ্রবিভূত ফসফরাস	-	-	-	-	২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ)	৫০০ (পাঁচশত)
পানিতে দ্রবনীয় ফসফরাস	-	-	-	-	২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ)	৫০০ (পাঁচশত)
এসিড/পানিতে দ্রবনীয় পটাশিয়াম	-	২০০ (দুইশত)	৪০০ (চারশত)	-	২০০ (দুইশত)	৪০০ (চারশত)
তামা	-	১১০ (একশত দশ)	২২০ (দুইশত বিশ)	-	২০০ (দুইশত)	৪০০ (চারশত)
লৌহ	-	১১০ (একশত দশ)	২২০ (দুইশত বিশ)	-	২০০ (দুইশত)	৪০০ (চারশত)
ম্যাংগানিজ	-	১১০ (একশত দশ)	২২০ (দুইশত বিশ)	-	২০০ (দুইশত)	৪০০ (চারশত)
দস্তা	-	১১০ (একশত দশ)	২২০ (দুইশত বিশ)	-	২০০ (দুইশত)	৪০০ (চারশত)
পল্কক	-	১১০ (একশত দশ)	৪০০ (চারশত)	-	২০০ (দুইশত)	৪০০ (চারশত)
বোরণ	-	১১০ (একশত দশ)	২২০ (দুইশত বিশ)	-	২০০ (দুইশত)	৪০০ (চারশত)
ক্যালসিয়াম	-	১১০ (একশত দশ)	২২০ (দুইশত বিশ)	-	২০০ (দুইশত)	৪০০ (চারশত)
ম্যাগনেশিয়াম	-	১১০ (একশত দশ)	২২০ (দুইশত বিশ)	-	২০০ (দুইশত)	৪০০ (চারশত)
সোডিয়াম	-	-	-	-	২০০ (দুইশত)	৪০০ (চারশত)
জৈব-পদার্থ	-	-	-	-	২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ)	৫০০ (পাঁচশত)
লেড	-	৩০০ (তিনশত)	৬০০ (ছয়শত)	-	৩০০ (তিনশত)	৬০০ (ছয়শত)
ক্যাডমিয়াম	-	৩০০ (তিনশত)	৬০০ (ছয়শত)	-	৩০০ (তিনশত)	৬০০ (ছয়শত)
ক্রোমিয়াম	-	-	-	-	৩০০ (তিনশত)	৬০০ (ছয়শত)
নিকেল	-	৩০০ (তিনশত)	৬০০ (ছয়শত)	-	৩০০ (তিনশত)	৬০০ (ছয়শত)
আর্সেনিক	-	৩০০ (তিনশত)	৬০০ (ছয়শত)	-	৬০০ (ছয়শত)	১২০০ (এক হাজার দুইশত)
নিস্ক্রিয় পদার্থ	-	-	-	-	২০০ (দুইশত)	৪০০ (চারশত)
দানার আকার/আকৃতি নির্ণয়	-	-	-	-	১০০ (একশত)	২০০ (দুইশত)

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট :

প্রাপ্ত রাজস্ব জমার কোড : ১-৪৩৪৫-০০০০-২

ক্র:নং	রাজস্ব প্রাপ্তির উৎস (আইটেম)	পূর্বের হার (টাকা)	বর্তমান নির্ধারিত/ পুন:নির্ধারিত হার (টাকা)
১.	উপজেলা নির্দেশিকা (সরকারি ও আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য)	১৫০ (একশত পঞ্চাশ)	১৫০ (একশত পঞ্চাশ)
২.	উপজেলা নির্দেশিকা (বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের জন্য প্রযোজ্য)	২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ)	২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ)
৩.	উপজেলা নির্দেশিকা (সংশ্লিষ্ট জেলায় কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের উপ-পরিচালক এর সংশ্লিষ্ট উপজেলার কৃষি কর্মকর্তা/অতিরিক্ত কৃষি কর্মকর্তা/ এসএমও/ এসএএও	বিনা মূল্যে (বছরে ২০০ (দুইশত) কপি)	বিনা মূল্যে (বছরে ২০০ (দুইশত) কপি)
৪.	উপজেলা নির্দেশিকা	বিনা মূল্যে (বছরে ৩০০ (তিনশত) কপি)	বিনা মূল্যে (বছরে ৩০০ (তিনশত) কপি)

২। অনতিবিলম্বে, উল্লিখিত নির্ধারিত/পুন:নির্ধারিত হারে নন-ট্যাক্স রেভিনিউ আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হ'ল।

(বলাই কৃষ্ণ হাজরা)
উপ-সচিব
ফোন নং-৯৫৬৮৪১১
ই-মেইল : hkbalai99@gmail.com

পরিচালক
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা।

অনুলিপিঃ

১। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি) ও সভাপতি নন-ট্যাক্স রেভিনিউ আদায় হার নির্ধারণ/পুন:নির্ধারণ সংক্রান্ত কমিটি, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। যুগ্ম সচিব (সম্প্রসারণ)মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।